21

দৈনিক সংবাদ

তারিখ JUL 24 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

প্রকৃতিকন্যা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ জাহেদুল আলম রুবেল

পাঠক কলাম

বাংলাদেশের অনেক নৈসর্গিক স্থান হয়তো-বা দেখা হয়েছে অনেক পর্যটকের। সাগর কন্যা কক্সবাজার, পাহাড়কন্যা রাঙ্গা-মাটি, পতেঙ্গা, ফয়জ লেক, ময়নামতি, সোনারগাঁও, রাজেন্দ্র-পুরসহ অনেক বিখ্যাত স্থান হয়তো- বা অনেক ভ্রমণপিপাসু পর্যটক ভ্রমণ করে ফেলেছেন;কিন্তু বাংলাদেশের একমাত্র কৃষি শিক্ষার স্বর্গরাজ্য এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ কৃষি শিক্ষার বিদ্যাপীঠ ময়মনসিংহ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরসবুজ

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হয়তো-বা অনেক প্রাকৃতিক সুধা পান করা অনেক পর্যটকেরই হয়ে ওঠেনি। এ কৃষি ক্যাম্পাসকে সবুজ প্রকৃতিকন্যা বললে ভুল বলা হবে না। রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ১২০ কিঃ মিঃ দূরে এবং ময়মনসিংহ শহর থেকে ৪ কিঃ মিঃ অদূরে অবস্থিত এ সবুজ কাম্পাসটি। প্রায় সাড়ে ১২শ' একর জুড়ে এ ক্যাম্পাসের অবস্থান। ক্যাম্পাসটির বুক চিড়ে চলে গিয়েছে উত্তর বঙ্গের ট্রেন লাইন। যে সকল পর্যটক ক্যাম্পাসে রাত্রিযাপন করেন, ট্রেনের ঝিকঝিক শব্দ তাদের মনকে আন্দোলিত করে। আর কৃষি ক্যাম্পাসের পূর্ব পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত অহংকার ব্রহ্মপুত্র—নদ। প্রতিদিন বিকেলে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীসহ শত শত দর্শনার্থী মিলে এক সাথে প্রকৃতিকে অবলোকন করছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্রহ্মপুত্র নদের একেবারে পাশ ঘেঁষে দর্শনার্থীদের বসার জন্য ব্যবস্থা করেছেন সুদৃশ্য বেঞ্চ। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বসলেই দেখা যাবে পুরাতন নদীটির উপর দিয়ে চলে যাওয়া কিশোরগঞ্জগামী ট্রেন লাইনটি, যখন কোন ট্রেন নদীর উপর দিয়ে হুইসেল বাজিয়ে পার হয় তখন ব্রহ্মপুত্র পাড়ের সকল দর্শনার্থীর চোখ চলে যায় ওই ট্রেন পার হওয়া দৃশ্যটির দিকে। আর নদী পারের মাছ ধরার দৃশ্যসহ নৌকায় চড়ে প্রকৃতিকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ তো সব দর্শনার্থীর থাকছেই। নদীর পাড়ের বিশুদ্ধ বাতাস সেবন যখন একঘেয়েমি লাগে তখন দর্শনার্থীরা বাদাম চিবুতে চিবুতে চলে যান পাশে অবস্থিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজের সমারোহে আবদ্ধ বোটানিক্যাল গার্ডেনে। পর্যটক দল ক্যামেরার একটি ফিল্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওই বোটানিক্যাল গার্ডেনটি ছাড়তে চান না। গার্ডেনের দূর্বাঘাসের উপরে বসে জমজমাট আড্ডা দেয়া কার না ভাল লাগে! গার্ডেনে রয়েছে দেখার মতো বিশাল একটি পানির ট্যাঙ্ক, যা সকল পর্যটকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করবে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের আলাদা একটি বৈশিষ্ট্য আছে, ওই শহীদ মিনারের পাদদেশে এসে কোন দর্শনার্থী ছবি না তুলে যান না, আর দেশের ২য় বৃহত্তম মিলনায়তন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন দেখার লোভ কি কোন পর্যটক ছাড়তে পারে! কিছুদিনের মধ্যেই এই বৃহত্তম মিলনায়তনের সামনে নির্মিত হতে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিভাস্কর্য; যা কিনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ ক্যাম্পসকে আরো নৈসর্গিক করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিটির আলাদা একটি ঐতিহ্য আছে। দর্শনার্থীরা বেশিক্ষণ ঘোরাফেরা করার পর যখন হাঁপিয়ে ওঠেন হাঁফ ছেড়ে বাচার জন্য ঢুকে পড়েন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে, তখন তাদের রথ দেখা কলাবেচা দুটোই হয়। লাইব্রেরিটি ঘুরে দেখার সাথে সাথে এসির মাধ্যমে শরীরকে ঠান্ডা করার কৌশল থেকে কোন পর্যটকই বাদ যান না। দর্শনার্থীরা পরবর্তীতে টিএসসি চত্বরে গিয়ে চা পান করে চাঙা হয়ে আবার সবুজ ক্যাম্পাস দেখতে বেরিয়ে পড়েন।

এরপর একে একে যায় মৎস্যখামার, কৃষি খামার, হর্টিকালচার সেন্টার, FRI , ডেয়রি খামার, পোলট্রি খামার, বিনাসহ বিভিন্ন জায়গায় তবে দর্শনার্থীরা এতোসব সুন্দর প্রকৃতি দেখে ভুলেই যান যে, কৃষি ভার্সিটিতে অদ্ভুত ধরনের দুটি আবাসিক হলের কথা। এই আবাসিক হল দুটি দেশের যেকোন হলের চেয়ে ভিন্নধর্মী। হল দুটির নাম শহীদ নাজমুল আহসান হল ও আশরাফুল হক হল। দর্শনার্থীরা সাবধান, এই দুটি হলে একবার ঢুকলে বের হওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। তাই হলে প্রবেশের আগে গার্ডের সহযোগিতা নেয়া মঙ্গলজনক। শীত মৌসুমে কৃষি ক্যাম্পাসে এলে ফুলের ভিড়ে সামনের মানুষটিকে দেখা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। শীত মৌসুমেই পর্যটকের ভিড় একটু উপচে পড়ে। তাহলে আর দেরি নয়, আজ থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে থাকুন, আগামী শীতের ভ্রমণটি হবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ প্রকৃতিকন্যার গহ্বরে।